দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... 9. MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি

বহুল প্রতীক্ষিত এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশের এক হাজার ২২টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার মধ্য দিয়ে সরকারের সাফল্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরেকটি সাফল্য। আগামী বাজেটে বরাদ্দ রাখা সাপেক্ষে আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে আরো বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ২২৮টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪টি স্কুল ও কলেজ, ৫০টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ১৮টি ডিগ্রী কলেজ, ১৬৩টি দাখিল মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২৭টি আলিম মাদ্রাসা, ১৫১টি ভোকেশনাল ও ১৬১টি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ। মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার বা এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মমাফিক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা চলতি বছরের ১ জানুয়ারী থেকে এমপিওর টাকা পাবেন। সরকার যে কথামালায় নয়, বরং কাজে বিশ্বাসী থাকার নীতিতে অনড় থেকে নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একের পর এক জনকল্যাণমুখী কাজ করে চলেছে, সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি তার অন্যতম প্রমাণ। কঠোর নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মাত্র এক বছরের মধ্যে সোয়া সাত বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানের কৃতিত্ব অবশ্যই সরকারের। আর এই প্রক্রিয়া দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেয়ার দিকনির্দেশনা দানের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীর দুঃখকষ্ট লাঘবে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি প্রণীত এমপিও নির্দেশিকা, অর্থ মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলার বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত তালিকার জন্য নির্বাচন যে অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষামন্ত্রীর সার্বক্ষণিক তদারকি ও আন্তরিকতার কারণে প্রক্রিয়াটি অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। একথা সত্য, দেশের আগামীদিনের কর্ণধার গড়ার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত সেই শিক্ষকদের বেতনভাতা তাদের জীবনধারণের অনুকূল না হলে তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন আশা করা যায় না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সহস্রাধিক বেরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অর্থনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপমুক্ত থেকে যোগ্যতার নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেসব দুর্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আসার কথা ছিল না নানা কারণে তারাও তালিকাভুক্ত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কোন বৃহৎ কল্যাণকামী কাজে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। সে জন্য এমপিভুক্তির ন্যায় একটি মহতী উদ্যোগ বন্ধের পরামর্শ কোন বিবেচনাতেই সঠিক হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য টার্গেট নির্ধারণ ও কঠোর নীতিমালা অনুসরণের তাগিদ দিতে হবে ও পরবর্তীতে তীক্ষ্ণ নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে। বারবার বলা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফলাফল অর্জন ব্যর্থতার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই সঠিক। এ জন্য গোটা এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া বাতিল বা স্থগিত রাখা যৌক্তিক হতে পারে না।

বর্তমান মহাজোট সরকারের মেয়াদকালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন, শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পর সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রী অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য যেভাবে আলোচিত হওয়া উচিত সেভাবে আলোচিত হতে পারছে না। মূলত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারের অনেক কৃতিত্বও ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগের বেপরোয়া কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত শুক্রবার ছাত্রলীগ নেতাদের ফুলের তোড়া গ্রহণ না করে তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ কঠোর হস্তে দমনের জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হল দখল, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটে চলেছে তাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বেপরোয়া ছাত্রলীগ ক্যাডারদের কঠোরভাবে দমন করার কোন বিকল্প নেই। র‌্যাব-পুলিশ তাদের পেশাগত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করলে অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিসহ সরকারের অন্যান্য সাফল্য তখন আরও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে।